Masjid kay Aadab

মসজিদের আদব

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

মসজিদের আদব

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে (ব্যক্তি) আমার উপর সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।"

(আত-তারগীব, ওয়াত-তারহীব, ১/৩১২, হাদীস- ৯৯১)

চারায়ে বেচারাগা পর হো দরূদী ছদ হাজার,
বে কছু কে হামি ও গমখার পর লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ❁ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

❁ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ❁ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❁ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ❁ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ❁ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ❁ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ❁ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ❁ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ❁ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ❁ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ❁ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ইমামে আহলে সুন্নাত ও মসজিদের আদব

রমযানের বরকতময় মাস ছিলো এবং ভারতের ঐতিহাসিক শহর বেরেলী শরীফের মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিলো। অপর দিকে এত প্রচণ্ড শীত ছিলো যে, মানুষ গরম কাপড় পরিধান করে লেপের মধ্যে প্রবিষ্ট ছিলো। কিন্তু আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শাময়ে রিসালাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ ওয়া খাঁন رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ফয়যানে রমযান থেকে ফয়েয প্রাপ্ত হওয়ার জন্য মসজিদে ইতিকাফ রত ছিলেন। প্রতিটা মূহুর্তে **আল্লাহ্ তাআলার** স্মরণ ও **মুস্তফা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিকিরে অতিবাহিত করছিলেন। লোকেরা মাগরীবের নামায আদায় করে চলে যাচ্ছিলো আর এখন ঘড়ির কাটা ইশারের সময় নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ দিচ্ছিলো। তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ইশার নামাযের জন্য অযু করার চিন্তা করলেন, কিন্তু সেখানে বৃষ্টির ঠান্ডা পানি থেকে বেঁচে অযু করার অন্য কোন জায়গা ছিলো না। মসজিদে করলেতো মসজিদের ফ্লোর ব্যবহৃত পানি দ্বারা অপবিত্র হয়ে যায় এবং বাইরেও যাওয়া যাচ্ছে না। তবে এখন কি করা যায়? **আল্লাহ্ তাআলা** যাকে তার দ্বীনের জন্য নির্বাচিত করেছেন, তাকে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাও প্রদান করেন। অতঃপর পায়করে খওফ ও খাশিয়্যাত, ছারাপা আদব ও মুহাব্বত, আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই মাসয়ালার এত সুন্দর সমাধাণ বের করলেন, যা দেখে প্রতিটা মসজিদের আদবকারীরা আশ্চর্য্য হয়ে উঠবে যে, তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তার পরিধানের লেপকে ভাজ করে মোটা করলেন এবং তাতে বসে অযু করে নিলেন, আর সারা রাত কেঁপে কেঁপে জাগ্রত থেকে অতিবাহিত করলেন। কিন্তু অযুর পানির একটি ফোঁটাও মসজিদের ফ্লোরে পড়তে দেননি।

(ফয়যানে আ'লা হযরত, বাব আদাতে মোবারকা ও মামুলাত, ১২১ পৃষ্ঠা)

মসজিদের প্রতি বেআদবীর বিভিন্ন ধরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনা কৃত ঘটনা থেকে অনুমান করুন যে, আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর অন্তরে মসজিদের আদব ও সম্মানের প্রতি কেমন উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো যে, বৃষ্টি ও প্রচণ্ড শীতের মধ্যে নিজে তো কষ্ট ভোগ করলেন, কিন্তু মসজিদের মধ্যে এক ফোঁটা পানিও পড়তে দেননি।

www.dawateislami.net

কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজে অনেক সংখ্যক লোক এমন রয়েছে যে, মসজিদের আদবের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। সাধারণত লোকেরা অযু করার পর মসজিদের দেওয়াল ও ফ্লোরের উপর পায়ের চিহ্ন বসিয়ে দেয়, আর চেহারা ও হাত থেকে পানির ফোঁটা টপকে পড়ে। অযুর অঙ্গ থেকে পানির ফোঁটা মসজিদে পড়া নাজায়িয ও গুনাহ। (বাহারে শরীয়াত, ১/৬৪৭) এভাবে রমযান শরীফের মধ্যে ইতিকাফকারী কতিপয় ব্যক্তি মসজিদের সম্মানকে পিছনে ফেলে গল্প-গোজব, অট্ট-হাঁসি, পান চর্বন করে এবং মসজিদের কোন কোণায় থুথু ফেলতে দেখা যায়। কখনো মসজিদের দেয়ালে দাগ মোচন করে। এই ধরণের করাতে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট নয়। মসজিদ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য **আল্লাহ্ তাআলা** নিজেই হুকুম দিয়েছেন। অতঃপর **১ম** পারা, সূরা বাকারার **১২৫**নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَعَهِدْنَآ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿۱۲۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তাকিদ দিয়েছিলাম আমার ঘরকে খুব পবিত্র করো, তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য। (পারা- ১, সূরা- বাকারা, আয়াত- ১২৫)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন: এই আয়াত থেকে জানা গেলো যে, মসজিদ সমূহকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সেখানে খারাপ ও দূর্গন্ধযুক্ত জিনিস আনা যাবে না।

(নূরুল ইরফান, ১ম পারা, সূরা বাকারা, আয়াত- ১২৫)

মসজিদো কা কুছ আদব হায়ে! না মুঝ ছে হো ছাকা,
আয তুফাইলে মুস্তফা ফরমা ইলাহী দর গুজার।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৩৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অবশ্যই আমাদের সবার দায়িত্ব হলো, কোরআনের হুকুমের উপর আমল করে মসজিদ সমূহ সবধরণের খারাপ ও দূর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে বাঁচিয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

www.dawateislami.net

হাদীস শরীফের মধ্যেও আমাদের এই বিষয়ের হুকুম পাওয়া যায়। যেমনভাবে- হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুর নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিঃসন্দেহে ঐ মসজিদের মধ্যে ময়লা-আবর্জনা, প্রস্রাব-পায়খানার মতো কোন কিছুই জায়েয নেই। এ মসজিদ তো কোরআন তিলাওয়াত, **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির এবং নামাযের জন্য।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৪/৩৮১, হাদীস- ১২৯৮৩)

অন্য আর এক জায়গায় ইরশাদ করেন: "মসজিদ নির্মাণ করো এবং সেখান থেকে ধূলাবালি বের করে দাও, যে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করে। **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন।" এক ব্যক্তি আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! মসজিদ কি অতিক্রমের পথে নির্মাণ করা যাবে? ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ! এবং সেখান থেকে ধূলাবালি পরিস্কার করা হুরদের চোখের মহর।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, কিতাবুস সালাত, বাবু বিনারিল মসজিদ, ২/১১৩, হাদীস- ১৯৪৯) জানা গেলো, মসজিদ পরিস্কার করা অনেক মহান ও ফযীলতের কাজ। আসুন! এ প্রসঙ্গে একটি রিওয়ায়েত শুনি:

মসজিদ পরিস্কারের উপর অসাধারণ পুরস্কার

হযরত সায়্যিদুনা উবাইদ বিন মারযুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا মধ্যে এক মহিলা মসজিদ পরিস্কার করতো। যখন তার ইন্তেকাল হয়ে গেলো, তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট এই সংবাদটি পৌঁছানো হয়নি। একবার **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঐ কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন: "এটা কার কবর?" তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: উম্মে মিহজনের। ইরশাদ করলেন: "সেই! যে মসজিদ পরিস্কার করতো?" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: জ্বি, হ্যাঁ। তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم লোকদেরকে ঐ কবরের পাশে কাতার তৈরী করার হুকুম দিলেন এবং তার জানাযার নামায আদায় করালেন। তারপর ঐ মহিলাকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন: "তুমি কোন আমলটি উত্তম পেয়েছো?"

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সে কি শুনছে? ইরশাদ করলেন: "তোমরা তার চেয়ে বেশি শুনছোনা।" তারপর **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এই মহিলাটি আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন: মসজিদ পরিস্কার করার আমলটি আমি সবচেয়ে উত্তম পেয়েছি।"

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, কিতাবুস সালাত, ফি তানযিফুল মাসাজিদ ওয়া তাতহীরুয, ৪নং, ১ম খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মসজিদের প্রতি ভালবাসা এবং এটার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে অংশ নেওয়া কেমন উত্তম আমল। এর বরকতে ঐ মহিলার জানাযার নামায আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পড়িয়েছেন। এই ঘটনা শুনার পর ৩টি কথার জরুরী ব্যাখ্যাও শুনে নিন:

(১) শরীয়াতে পর্দার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য হায়াতের সময় মহিলারা মসজিদে জামায়াত সহকারে নামায আদায় করতো। তারপর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদেরকে মসজিদে উপস্থিত হতে নিষেধ করা হয়েছে। ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার মধ্যে রয়েছে: আমীরুল মু'মিনীন, ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মহিলাদের মসজিদে আসতে নিষেধ করেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর কাছে অভিযোগ করা হলো, (তখন ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর পক্ষ হয়ে বললেন:) হুযুরের পবিত্র যুগেও যদি এই অবস্থা হতো, তবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও মহিলাদেরকে মসজিদে আসার অনুমতি দিতেন না।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ৫৪৯ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) এই পবিত্র ঘটনা থেকে এটাও জানা গেলো, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের **প্রিয় আক্বা, মদীনে ওয়ালে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তিনি যখন চান, যে মুর্দার সাথে ইচ্ছা কথা বলতে পারেন। এমনকি এটাও জানা গেলো, মুর্দা সৃষ্টির কথা শুনে এবং বুঝার যোগ্যতাও রাখে। অতঃপর মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: জীবদ্দশায় লোকদের শুনার যোগ্যতাটা বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। কেউ কাছ থেকে শুনে, উদাহরণস্বরূপ- সাধারণ লোক।

www.dawateislami.net

আর কেউ দূর থেকে শুনে থাকে, উদাহরণস্বরূপ- নবী ও আউলিয়া। মৃত্যুর পর এই শক্তিটা বেড়ে যায়, কমে না। এজন্য সাধারণ মুর্দার কবরের পাশে গিয়ে ডাকা হয়, দূর থেকে নয়। কিন্তু আম্বীয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, আউলিয়াগণদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দূর থেকে ডাকা যায়। কেননা, তারা যখন জীবিত অবস্থায় দূর থেকে শুনতেন, তখন ওফাতের পরেও শুনেন। (ইলমুল কোরআন, ২০৮ পৃষ্ঠা)

(৩) **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নিকটবর্তী অভিভাবক অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সবচেয়ে বেশি নিকটাত্মীয়, যদি জানাযার নামায পড়তে না পারে, তবে সে তার জানাযা কবরের পাশে আদায় করার অধিকার রয়েছে। যেমনি ভাবে বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ড ৮৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: অভিভাবক ছাড়া এমন কেউ জানাযার নামায পড়িয়ে দিলো, যে অভিভাবকের চেয়ে বেশি উত্তম নয়, আর যদি অভিভাবক তাকে অনুমতি না দেন এবং অভিভাবক যদি নামাযে অংশগ্রহণ করেন না। তবে নামাযকে পুনরায় করতে পারবে এবং কবরের পাশেও জানাযার নামায আদায় করতে পারবে। আর **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর আপন পবিত্র যুগে সকল মুসলমানের নিকটতম অভিভাবক। অতঃপর আ'লা হযরত ইমাম আহমদ ওয়া খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: পবিত্র যুগে **হুযুর সায়্যিদে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত মুসলমানগণের অভিভাবকের মধ্যে অধিক যোগ্য ও নিকটবর্তী এবং অনেক বড় মালিক **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেই। **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেই ইরশাদ করেন: "اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِم" অর্থাৎ আমি মুসলমানদের তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক স্বত্ত্বাধিকারী।" (মুসলিম, কিতাবুল ফরায়িয, বাবু তরকু মালান ফাল ওয়ারাসাতুহু, ৮৭৪/১৬১৯) যেই নামাযের জানাযা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সংবাদ না দিয়ে অন্যান্য লোকেরা আদায় করে নিয়েছে, পুনরায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ নামায দ্বিতীয়বার আদায় করলেন। তাবে এটা এরক যেমনি ভাবে প্রথম নামাযের জানাযা অন্য কেউ অভিভাবক ছাড়া পড়িয়েছে। নিকটবর্তী অভিভাবকের অধিকার রয়েছে তা পুনরায় আদায় করার। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/২৯১ থেকে সংকলিত) এই জন্য **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মে মিহজনের কবরে উপস্থিত হয়ে জানাযার নামায আদায় করলেন, আর যখন তার উত্তম আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সে মসজিদ পরিস্কারের উত্তম আমলটির কথা বললেন।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও মসজিদকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উরুরী। মসজিদ পরিস্কারকারী **আল্লাহ্ তাআলার** প্রিয় হয়ে থাকে। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "مَنْ اَلِفَ الْمَسجِد اَ لِفَهُ اللّٰهُ অর্থাৎ যে মসজিকে ভালবাসে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে তার প্রিয় বানিয়ে নেন।" (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, কিতাবুস সালাত, বাব লুজুমুল মাসাজিদ, ২য় খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা, নং- ২০৩১) মসজিদ পরিস্কারকারী এবং সেখানে অবস্থান করে **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদতকারী ও রিয়াজতকারী খুবই সৌভাগ্যবান। নিঃসন্দেহে মসজিদ **আল্লাহ্ তাআলার** অনেক বড় প্রিয় নিয়ামত এবং শয়তানের আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য বড় শক্তিশালী ঢাল। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন মাকিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমাদেরকে বর্ণনা করা হতো যে; اَلْمَسْجِدُ حِصْنٌ حَصِينٌ مِّنَ الشَّيْطٰن অর্থাৎ মসজিদ শয়তান থেকে বাঁচার জন্য এক সুদৃঢ় কিল্লা।

(মুসান্নিফ ইবনে শায়বা, ৮ম খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা, নং- ৪)

মসজিদের বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য

কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমান সময়ে শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচতে মসজিদে ইবাদত ও তিলাওয়াতকারী খুবই কম। বরং এখন তো **আল্লাহ্**র পানাহ! মুসলমানদের অবস্থা এই পরিমাণ খারাপ হতে চলেছে যে, নামাযের সময় মসজিদ শূন্য দেখা যায়। অথচ শহরে বাজারে সিনেমা হলে এবং বিশ্রমাগারে খুব বেশি ভীড় দেখা যায়। মুয়ায্যিন দিনে পাঁচবার حَيَّ عَلَى الْفَلَاح (আসো কল্যাণের দিকে) এর প্রতিধ্বনিত করে মসজিদে আসার দাওয়াত দেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আমরা এই উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত। এই জন্য মসজিদের শূন্যতা অন্তরের জ্বালান। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদান কৃত ইসলামী ভাইদের ৭২টি ইন্আমাতের মধ্যে মাদানী ইন্আম নাম্বার ১ এর উপর আমলের ভাল নিয়্যত সহকারে নিজের পরিবারে, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনকে নামাযের উৎসাহিত করে মসজিদে নিয়ে আসুন। প্রবল ভাবে "মসজিদ ভরো সংগঠন" চালান এবং এক এক বেনামাযীকে ইনফিরাদি কৌশিশ করে নামাযী বানান। আর এভাবে নিজ মসজিদকে সুরক্ষা করুন।

www.dawateislami.net

যেন মসজিদ তার অবস্থানের কারণে যদি আবাদ হয়, এটা কেউ দখল করতে পারে না। অন্যথায় খালি জায়গা যে কেউ দখল করে নিতে পারে। মাদানী ইন্আম নাম্বার ১-এ কি রয়েছে? আসুন এটাকেও মনযোগ সহকারে শুনি; "আপনি কি আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াত সহকারে মসজিদের ১ম কাতারে, ১ম তাকবীরের সাথে আদায় করেছেন? প্রত্যেকবার যে কোন এক ইসলামী ভাইকে আপনার সাথে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন কি?" এই মাদানী ইন্আমাতের উপর আমলের বরকতে নিজেও প্রথম কাতারে প্রথম তাকবীরের সাথে জামায়াত সহকারে নামায আদায় করার সৌভাগ্য হবে। এমনকি অন্যজনকেও নামাযের দাওয়াত দিয়ে মহান নেকীর মাধ্যমে সাওয়াবের ধনভান্ডার একত্রিত করার সৌভাগ্য হবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐ মোবারক সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন দিন-রাত মসজিদ ভরপুর হয়ে থাকতো এবং নামাযীদের সৌন্দর্য্য বিরাজ করতো। যেমনি ভাবে-

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামীদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: নেককার লোক আখিরাতের চিন্তার কারণে মসজিদে পড়ে থাকতো। যেন যত বেশি সম্ভব এই সংক্ষিপ্ত জীবনের সুযোগে উপকার উঠিয়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত জমা করতে পারে। ইবাদতকারীদের আধিক্যতার কারণে মসজিদের বাইরে ছেলেরা খাবার পানীয়ের জিনিস বিক্রি করতো। এই ভাবেই খাবার পানীয়ের জিনিসও ইবাদতকারীদের খুব সহজেই উপস্থিত হয়ে যেতো। (কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১ম খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা) اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সেটা কেমন পবিত্র সময় ছিলো যে, মসজিদ দিন-রাত আলোকিত হয়ে থাকতো এবং আহ! আজতো মসজিদের শূন্যতা দেখে কলিজা ফেঁটে যায়। হে মৃত্যুকে বিশ্বাসকারী ইসলামী ভাই! যার সুযোগ রয়েছে, সে যেন হালাল উপার্জন, বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদিদের দেখাশুনা এমনকি অন্যান্য বান্দার হক আদায় করার পর যে সময়টা অবশিষ্ট থাকে, তাতে অবশ্যই দরূদ, আখিরাতের চিন্তা এবং ভালো সংস্পর্শের মধ্যে অতিবাহিত করার চেষ্টা করা।

www.dawateislami.net

হো জায়ে মওলা মসজিদে আবাদ ছব কি ছব,
ছব কো নামাযী দে বানা ইয়া রব্বে মুস্তফা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমরা কোন মসজিদে আসা যাওয়ার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে দেখবে, তবে তার ঈমানের স্বাক্ষী দাও। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ্‌র মসজিদ সমূহ তারাই আবাদ করে, যারা **আল্লাহ্** ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনে।

(পারা- ১০, সূরা- তাওবা, আয়াত- ১৮)
(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, বাবু মা-জা ফি হুরমাতিস সালাত, ৪র্থ খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা, নং- ২৬২৬)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাফসীরে নঈমীতে বর্ণনা করেন: মনে রাখবেন! মসজিদ আবাদ করার এগারটি (১১টি) ধরণ রয়েছে: (১) মসজিদ নির্মাণ করা, (২) এবং তা বৃদ্ধি করা, (৩) সেটা প্রশস্থ করা, (৪) তার মেরামত করা, (৫) তাতে চাটাই, কার্পেট বিছানো, (৬) এতে রং, চুন লাগানো, (৭) এটার সাজ-সজ্জা করা, (৮) এর মধ্যে নামায ও তিলাওয়াত করা, (৯) এর মধ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, (১০) সেখানে প্রবেশ করা, অধিকভাবে আসা যাওয়া করা, (১১) সেখানে আযান ও তাকবীর বলা, ইমামতী করা। (তাফসীরে নঈমী, ১০ম খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা) তিনি আরো বলেন: মসজিদ নির্মাণ করা বা তা আবাদ করা বা সেখানে জামাআত সহকারে নামায আদায় করার আগ্রহ বিশুদ্ধ মু'মিনের আলামত। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ এমন লোকদের শেষ পরিণতি ঈমানের উপর হবে।

(তাফসীরে নঈমী, ১০ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)

মুসলমাঁ হে আত্তার তেরে আতা হে,
হো ঈমান পর খাতিমা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মসজিদ আবাদকারী এবং দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মসজিদে জামায়াত সহকারে নামায আদায় করা, **আল্লাহ্**র যিকির ও ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর মাধ্যমে তা আবাদ রাখা মু'মিনের আলামত। আমাদেরও আমাদের মূল্যবান সময় অনর্থক নষ্ট না করে বেশি বেশি মসজিদে অতিবাহিত করা উচিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্ব ব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** আমাদেরকে এমন অনেক সুযোগ করে দিয়েছে, যার দ্বারা আমরা আমাদের অধিকাংশ সময় মসজিদে অতিবাহিত করতে পারি এবং সাথে সাথে ইলমে দ্বীনের অঢেল ধনভান্ডার অর্জন করতে পারি।

(১) পুরো রমযানুল মোবারক মাসে বা শেষ ১০ দিনের মধ্যে তরবিয়্যতী ইজতিমায়ী ইতিকাফের ব্যবস্থা করা হয়। যেখানে হাজারো ইসলামী ভাইদের ফরয ইলম শিখানো হয় এবং সুন্নাত অনুসারে মাদানী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(২) মাদানী কাফেলার মুসাফির ইসলামী ভাই ও মসজিদে অবস্থান করেন। এই ভাবেই তারা তাদের অধিকাংশ সময় মসজিদে অতিবাহিত করার ও ইলমে দ্বীন অর্জন করার সুযোগ পেয়ে যায়।

(৩) ফজরের পর মাদানী হালকার ব্যবস্থা থাকে, যেখানে কমপক্ষে ৩ আয়াত, তরজুমা তাফসীর সহ কানযুল ঈমান ও তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান/ তাফসীরে নূরুল ইরফান/ তাফসীরে সীরাতুল জিনান থেকে শুনানো হয়।

(৪) বিভিন্ন নামাযের পর মাদানী দরস, অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত কিতাব ও রিসালার মাধ্যমে ইলমে দ্বীনের মাদানী ফুল বিতরণ করা হয়।

(৫) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কিছু মাদানী মারকায (ফয়যানে মদীনার) মধ্যে "মাদানী তরবিয়্যত গাহ্" রয়েছে। দ্বীনের প্রয়োজনীয় ভিত্তি সমূহ নামাযের আমলী পদ্ধতি। বিভিন্ন বিষয়ের উপর সুন্নাত ও আদব শিখা ও শিখানোর কাজ অব্যাহত রয়েছে, আপনিও মসজিদকে আবাদ করতে এবং ইলমে দ্বীন শিখতে ও শিখানোর জন্য এই মহান কাজে সম্পৃক্ত হয়ে **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমতের অধিকারী হোন।

www.dawateislami.net

(৬) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগানের মাধ্যমে সঠিক মাখারিজের মাধ্যমে কোরআনুল করীম পড়তে শিখানো হয়। এর বরকতেও اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মসজিদ আবাদ হয়ে থাকে।

(৭) اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সময়ে সময়ে বিভিন্ন কোর্স যেমন (৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যতী কোর্স, ৪১ দিনের মাদানী ইন্‌আমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স, ১২ দিনে মাদানী কোর্স) এবং বিভিন্ন ভাবে সংগঠিত মাদানী মাশওয়ারা ও তরবিয়্যতী ইজতিমার মাধ্যমে অনেক আশিকানে রাসূলের মাধ্যমে মসজিদকে আবাদ রাখার সৌভাগ্য অর্জন হয়।

রিসালা "মসজিদের আদব" এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদের আদবের শিরোনাম প্রসঙ্গে এক মহান শিক্ষণীয় রিসালা "মসজিদের আদব" মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত হয়েছে। এই রিসালাটি শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারার আলোতে নতুন ভাবে বর্ধিত ও সাজানো হয়েছে। এই রিসালাটি বিভিন্ন প্রশ্নের খুব সুন্দর ও উত্তম ভাবে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত জাওয়াবের অমূল্য পুস্পধারা। এই মাদানী পুস্পধারার রং বেরঙ্গের মাদানী ফুল বিভিন্ন সুঘ্রানে বিক্ষিপ্ত। এই রিসালায় প্রদত্ত প্রশ্নের কিছু ঝলক শুনি যাতে এই মহান রিসালাটি সংগ্রহ করতে। নিজেও পড়তে এবং অন্যের কাছেও পৌঁছাতে মন মানসিকতা সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ- ❁ মসজিদে কিছু লোক দাঁড়িয়ে নিজের অক্ষমতা অসুস্থতার ইত্যাদি কথা বর্ণনা করে সাহায্যের আবেদন করে যদিও সে বাস্তবিক হকদার হয়, তবুওকি তাকে কিছু দেয়া যাবে নাকি দেয়া যাবে না? ❁ মসজিদের মধ্যে কি মসজিদ, মাদ্রসা বা কোন অভাবী মুসলমানের জন্য চাঁন্দা উঠাতে পারবে? ❁ ছোট ছোট বাচ্চারা যারা মসজিদে দৌঁড়া-দৌঁড়ি বা চিৎকার চেচামেচি করে এদের অপরাধ কার উপর? ❁ এয়ার ফ্রেশনার **(Air Freshner)** এর মাধ্যমে সুঘ্রান চতুর্দিকে চড়িয়ে **(Spray)** যায় এতে তো কোনো ক্ষতি নেই? ❁ কক্ষকে সুগন্ধময় করতে কি করা উচিত?

www.dawateislami.net

❁ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে কিভাবে স্থায়িত্ব অর্জন হবে? ❁ যে ইসলামী ভাই অসন্তুষ্ট হয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ ছেড়ে দিয়েছে, তাকে কিভাবে কাছে আনা যাবে?

মসজিদের আদবের প্রতি খেয়াল রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার ঘরকে আবাদ রাখা এবং তার প্রতি ভালবাসা পোষণ করা খুবই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু মসজিদের আদবের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং সেটাকে সব ধরণের অপছন্দনীয় ও দূর্গন্ধযুক্ত জিনিস থেকে বাঁচিয়ে রাখা অবশ্যই জরুরী। যেমনি ভাবে-

মসজিদে কাঁচা মাংস নিয়ে যাবেন না

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মসজিদে কাঁচা রসুন, কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া বা খেয়ে যাওয়া জায়েয নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত গন্ধ অবশিষ্ট থাকে। আর এই হুকুমটি প্রত্যেক ঐ বস্তুর উপর যেটা থেকে দূর্গন্ধ আসে। যেমন- রসুনের মিশ্রিত তরকারী, মূলা, কাঁচা মাংস এবং কেরোসিন তেল, ঐ দিয়াসলাই যেটার ঘর্ষণের ফলে দূর্গন্ধ বের হয়, বায়ূ বের করা ইত্যাদি ইত্যাদি। যেগুলোর দূর্গন্ধ অর্থাৎ মুখ থেকে দূর্গন্ধ বের হওয়া রোগ বা কোন দূর্গন্ধযুক্ত আঘাত বা কোন দূর্গন্ধযুক্ত ঔষধ লাগিয়েছে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ দূর্গন্ধ শেষ হবে না তার মসজিদে আসা নিষেধ রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

মুখ দূর্গন্ধ হলে মসজিদে যাওয়া হারাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, মুখে দূর্গন্ধ থাকাবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত দূর্গন্ধ শেষ হবে না মসজিদে যাওয়া নিষেধ। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ব্যাপারে মাদানী ফুল বর্ণনা করেছেন: ক্ষুধা হতে কম খাওয়ার অভ্যাস গড়ুন।

www.dawateislami.net

অর্থাৎ এখনো খাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে, তখন হাত গুটিয়ে নিন। যদি খুব পেট ভরে খান, আর সময়ে সময়ে শিক-কাবাব, বার্গার, ছোলা, পিজা, আইসক্রীম, ঠান্ডা পানীয় ইত্যাদি যদি পেটে পৌঁছনো হয়, পেট খারাপ হয়ে যায়। আরা **আল্লাহ্**র পানাহ! যদি মুখ থেকে বের হওয়ার মুখের দূর্গন্ধ রোগ লেগে যায়, তবে কঠিন পরীক্ষা হয়ে যাবে। কেননা, মুখ থেকে দূর্গন্ধ বের হওয়া অবস্থায় মসজিদ প্রবেশ হারাম। এমনকি যেই সময় মুখ থেকে দূর্গন্ধ বের হয়, ঐ সময় জামায়াত সহকারে নামায আদায় করার জন্য মসজিদে আসা গুনাহ। অথচ আখিরাতের চিন্তার ঘাটতির কারণে অধিকাংশ লোকদের মাঝে খাবারের লোভ খুব বেশি এবং আজ-কাল চতুর্দিকে "ফুড কালছার" এর সময় চলছে। এই সংখ্যক যাদের মুখ থেকে দূর্গন্ধ আসে এর সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হলো; সাদাসিদা খাবার তাও আবার ক্ষুধা থেকে কম খাবেন এবং হজম ঠিক রাখবে। এমনকি যখন খাওয়া শেষ করবেন, খিলাল করে খুব ভালভাবে কুলি ইত্যাদি করে মুখ পরিস্কার রাখার অভ্যাস গড়ুন। অন্যথায় খাবারের অংশ দাঁতের ফাকে **(GAPE)** থেকে যায়, যেটা দূর্গন্ধ নিয়ে আসে। শুধুমাত্র মুখের দূর্গন্ধই নয় বরং সব ধরণের দূর্গন্ধ থেকে মসজিদকে বাঁচানো ওয়াজীব। এই কারণে আমাদের মসজিদের আদব সামনে রেখে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে উপস্থিত হওয়া উচিত। একটু চিন্তা করুন! যদি আমাদের কোন রাজা, উযীর, বিচারক বা বড় কোন ব্যক্তির কাছে যেতে হয়। তবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করি। পাগড়ী, চাদর ইত্যাদি ঠিক করি এবং সুঘ্রাণ লাগায়। কিন্তু মসজিদে যাওয়ার জন্য তেমন গুরুত্ব দিই না, অথচ **আল্লাহ্ তাআলা** তো সমস্ত বাদশাহ্দের বাদশাহ্, তাঁর মর্যাদা ও সম্মান সবার উপরে।

সায়্যিদুনা ইমামে আযমের মূল্যবান পাগড়ী ও পোশাক

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "ইমামা কি ফাযায়েল" এর ১৮৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ রাতের নামাযের জন্য একটি মূল্যবান পোশাক সেলাই করে রেখেছিলেন। যেটাতে পাঞ্জাবী পায়জামা, পাগড়ী, চাদর এবং সেলোয়ারও ছিলো। সেটার মূল্য ১৫০০ দিরহাম ছিলো।

www.dawateislami.net

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সেটা প্রতিদিন রাতে পরিধান করতেন এবং বলতেন: اَلتَّزَیُّنُ لِلّٰہِ تَعَالٰی اَوْلٰی مِنَ التَّزَیُّنِ لِلنَّاسِ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা, লোকদের কাছ থেকে সাজ-সজ্জা করার চেয়েও উত্তম।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৮ম পারা, সূরা- আরাফ, আয়াত- ৩১, ৩/১৫৪)

মসজিদে উপস্থিতির জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতে **আল্লাহ্ তাআলা** নিজেই হুকুম দিয়েছেন। যেমনি ভাবে- ৮ম পারা, সূরা আরাফের **৩১**নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

یٰبَنِیْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِیْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আদম সন্তানগণ! স্বীয় সুন্দর পোশাক পরিধান করো যখন মসজিদে যাও।

নামাযের জন্য আতর লাগানো মুস্তাহাব

সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন: অর্থাৎ সাজ-সজ্জাময় পোশাক, আর এক বাণী হলো; চিরুনী করা। সুঘ্রান লাগানো, সাজ সজ্জার অন্তর্ভূক্ত এবং সুন্নাত এটাই যে, ব্যক্তি উত্তম আকৃতি ধরণ করাা অবস্থায় নামাযের জন্য উপস্থিত হবে। কেননা নামাযে **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে মোনাজাত হয়। তখন তার জন্য সাজ সজ্জা করা আঁতর লাগানো মুস্তাহাব। **(খাযাইনুল ইরফান ২৯১ পৃষ্ঠা)**

মসজিদে কথাবার্তার দূর্গন্ধ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হতে পারে কারো মনে এই ধারনা আসতে পারে যে, আমি তো পাঁচ ওয়াক্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েই সুঘ্রাণ লাগিয়ে মসজিদে যায় এবং মসজিদের বস্তু ইত্যাদি নষ্ট করি না। তবে এইভাবেই আমি দূর্গন্ধ ছড়িয়ে মসজিদের বেআদবী থেকে বেঁচে থাকি, তবে প্রতি উত্তরে বলব। আবশ্যক নয় যে বাহ্যিক জিনিসই মসজিদের মধ্যে দূর্গন্ধ ছড়াই। বরং আজ আমাদের অধিকাংশই এমন রোগে সম্পৃক্ত রয়েছে যে, যেটা আমাদের ধারণাও হয় না আর আমরা মসজিদে দূর্গন্ধ করেই চলেছি।

www.dawateislami.net

অতঃপর এক রেওয়াতে রয়েছে, যে ব্যক্তি গীবত করে এবং মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবী কথা বলে। তার মুখ থেকে এমন দূর্গন্ধ বের হয়। যার দ্বারা ফেরেস্তারা **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে তার ব্যাপারে অভিযোগ করে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ১৬/৩১২ থেকে সংকলিত)

এই রেওয়ায়েতের আলোকে আমরা আমাদের ও আমাদের সমাজকে পরীক্ষা করি আমাদের মনের কোন এক কোনে কখনো কি এই কথা এসেছিল যে, মসজিদে গীবত করা, মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা, মুখ থেকে নোংরা দূর্গন্ধ বের হওয়ার কারন? কখনো কি এই কথার প্রতি আমাদের ধ্যান গিয়েছে যে, আমাদের মসজিদে অনর্থক কথা না বলা উচিৎ। স্মরণ রাখবেন! মসজিদ নির্মানের উদ্দেশ্য **আল্লাহ্**র স্মরণে ব্যস্ত থাকা। হাদীসে পাকের মধ্যে রয়েছে; "যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা**র দিকে দাওয়াত প্রদানকারীর আওয়াজে লব্বাইক বললো এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র মসজিদকে উত্তম ভাবে নির্মান করলো, তবে তার প্রতিদান **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে জান্নাতা।" আরজ করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মসজিদ সমূহ উত্তম ভাবে নির্মান কি? ইরশাদ করলেন: "এর মধ্যে আওয়াজ উঁচু না করা এবং কোন অনর্থক কথা না বলা।" (কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সলাত, কিসমুল আকওয়াল, ৭/২৭৩, হাদীস- ২০৮৩৭) আমাদের বুযুর্গরা মসজিদের আদবের প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন এবং মসজিদে দুনিয়াবী কথা অপছন্দ করতেন।

বেআদবকে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন:

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ঐ সমস্ত লোকদেরকে মসজিদে বসতে নিষেধ করতেন। যারা মসজিদের আদব জানে না। একবার তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام মসজিদে কিছুলোক কে বসা অবস্থায় দেখলেন। যারা অনর্থক কথা বার্তা বলছিল। তখন তিনি নিজের চাদর ভাজ করে তাদেরকে মারলেন। আর সেখান থেকে বের করে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: "তোমরা **আল্লাহ্ তাআলা**র ঘরকে দুনিয়ার বাজার বানিয়ে রেখেছ। অথচ এটা আখিরাতের বাজার।"

(তাম্বীহুল মুগতারিন, আল বাবুস আলিস, ১৬২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা সাইব বিন ইয়াজিদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আমি মসজিদে শুয়ে ছিলাম, তখন কেউ আমাকে কংকর মারল। আমি দেখলাম, তিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন। ঐ দুই ব্যক্তির নিকট যাও! যারা জোরে জোরে কথা বলছিল। আমার কাছে নিয়ে এসো আমি ঐ দুইজন কে নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। আমীরুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন। তোমরা কোথায় থাকো? তারা বলল আমরা তায়েফে বসবাস করি। আমীরুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: যদি তোমরা মদীনার অবস্থানকারী হতে, তবে আমি তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মসজিদে উচুঁ আওয়াজে কথাবার্তা বলছিলে। (বুখারী, কিতাবুস সরাত, বাব রফউত ফিল মাসজিদ ১/১৮৭, হাদীস- ৪৭০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন। একদিকে তো তারা **আল্লাহ্ তাআলার** নেক বান্দা, যারা মসজিদের আদবের সত্যি খুব বেশি খেয়াল রাখতেন। আর অন্যদিকে আমরা, মসজিদের আদবের প্রতি একেবারে অজ্ঞ, অনর্থক কথা তো রয়েছে। অনেক সময় কিছু লোক **আল্লাহ্**র পানাহ্! অশ্লীল কথা পর্যন্ত বলে ফেলে। এই ধরনের অসম্মান সাধারনত বিয়ে বা ফাতেহা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে হয়ে থাকে। কিছু লোক তো বিয়ের কার্যাবলী বা কোরআনে পাকের তিলাওয়াতের মধ্যে ব্যাস্ত থাকে। আর কিছু লোক এক কোনায় তাদের কথা বার্তার মাহ্ফিল সাজিয়ে নেয়। তারপর অনর্থক কথা, গীবত, চুগলী, হাসি, তামাশা এবং অট্টহাঁসির মত ধারাবাহিকতা শুরু হয়। **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে ভয় করুন! আমাদের এই ধরনের আমল দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংস করে দিবে। এই ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে মসজিদ **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে অভিযোগ করে। অতঃপর রেওয়াতে এসেছে; এক মসজিদ **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে অভিযোগ করেছে যে, লোকেরা আমরা ভিতর দুনিয়াবী কথা বার্তা বলে থাকে। ফেরেস্তার সাথে সে আমার সাক্ষাত হলো এবং বললো: আমাকে তাদের ধ্বংস করার জন্য পাঠানো হয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ১৬তম খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আসুন! মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তাও মসজিদে হাদীসের ব্যাপারে তিরস্কারের উপর রিওয়ায়াত শুনি:

(১) "এমন এক সময় আসবে যে, লোকেরা মসজিদের ভিতর দুনিয়াবী কথা বলবে, তবে ঐ সময় তোমরা ঐ সব লোকের পাশে বসিও না। **আল্লাহ্ তাআলার** ঐ সমস্ত লোকদের কোন পরওয়া নেই।"

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিস সলাত, ফসলুল মশি ইলাল মাসজীদ, ৩/৮৬, হাদীস- ২৯৬২)

(২) "মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা নেকী সমূহ কে এই ভাবে খেয়ে ফেলে যেমনি ভাবে চতুষ্পদ জন্তু ঘাস খেয়ে ফেলে।"

(ইত্তে হাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, কিতাব আসরারুস মলাত ওয়া মহিম্মাতু হা আল বাবুল আউয়াল, ৩/৫০)

(৩) "মসজিদে অট্ট হাঁসি দেয়া কবরে অন্ধকার আনে।"

(আল জামেউস সগীর, ফসলু ফিল মাহাল্লাহ বালা মিন হাজাল হরফ ১/৩২২, হাদীস- ৫২৩১)

মসজিদে মোবাইল ফোনের রিং বন্ধ রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐ সমস্ত ভীতিকে সামনে রেখে নিজেকে ধ্বংস থেকে বাঁচান এবং মসজিদের আদব রক্ষা করে ঐ কথার প্রতি স্মরন রাখুন যে মসজিদে চলার সময় পায়ের আওয়াজ যাতে না হয়। হাতের লাঠির আওয়াজ হাত পাকা, জুতা, ব্যাগ, বাসন, ইত্যাদি কোন জিনিষই এমনভাবে রাখবে না যাতে আওয়াজ সৃষ্টি হয়। যদি মোবাইল ফোন থাকে, তবে মসজিদে তার রিং বন্ধ রাখুন। আফসোস! বর্তমান সময়ে এই ব্যাপারে সতকর্তা খুবই কম। এমনকি মসজিদুল হারাম শরীফের মধ্যে ও তাও আবার কাবা তাওয়াফ করার সময় মোবাইল ফোনের রিং বরং **আল্লাহ্**র পানাহ্! মিউজিক্যাল টিউন বাজতে থাকে। মিউজিক্যাল টিউন তো মসজিদ ছাড়া ও নাজায়িয গুনাহ্ তো মসজিদের মধ্যে এই হুকুম আরো কঠোর হবে)

১২ মাদানী কাজের মধ্যে এক কাজ মাদানী কাফেলায় সফর করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতের খিদমতের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে বড় ছোট অংশ নিন, যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের এক মাদানী কাজ, মাদানী কাফেলায় সফর করা, আমীরুল মু'মিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন:

www.dawateislami.net

আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী বনু উমাইয়্য বিন যায়েদের মহল্লায় অবস্থান করতাম যেটা মদীনা শরীফের মধ্যে একটু উঁচু ছিলো। আমরা বারবার **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হতাম একদিন সে মদীনা মুনাওয়ারায় যেত। আর ফিরে এসে ঐ দিনের ওহীর ব্যাপারে আমাকে বলত। আর একদিন আমি যেতাম এবং এসে ঐ দিনের ওহীর ব্যাপারে তাকে বলতাম।

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনি ভাবে আমরা শুনলাম যে, মাদানী কাফেলায় সফর করতে মসজিদকে আবাদ করার চেষ্টা করা যায়। মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জন কারী আশিকানে রাসূল না শুধুমাত্র মসজিদকে আবাদ করছে। বরং অন্যান্য মুসলমানকেও নেকীর দাওয়াতের মাধ্যমে মসজিদ কে আবাদ করার উৎসাহ দেওয়া হয়। আসুন! আমরাও তাড়াতাড়ি মাদানী কাফেলায় সফর করার মাধ্যমে **আল্লাহ্ তাআলার** ঘর মসজিদকে আবাদ করার নিয়্যতে মাদানী কাফেলার সফরের নিয়্যত করা উচিৎ। এর দ্বারা যেমনিভাবে আমাদের ইলমে দ্বীন শিখার সুযোগ হবে। তেমনিভাবে নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করা সাওয়াব হাতে আসবে। মাদানী কাফেলায় সফর করার অনেক বরকত রয়েছে। আসুন! উৎসাহের জন্য এক মাদানী বাহার শুনি।

১৯ বছরের পুরানো রোগ দূর হয়ে গেলো

বাবুল মদীনা (করাচি) এলাকার নাজিম আবাদের এক বয়স্ক ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলায় অর্জিত বরকত কিছুটা এইভাবে আলোচনা করেন। আমি কমপক্ষে ১৯ বছর যাবত শ্বাস রোগে আক্রান্ত ছিলাম। অনেক সময় রোগের তীব্রতার কারনে আমরা কঠিন কষ্টের সম্মুখীন হতে হতো। কখনো অর্ধ রাতে অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যেতো। তো ঐ সময় ডাক্তারের কাছে যেতে হতো। মোট কথা আমি খুব চিন্তিত ছিলাম। চিকিৎসা কোন কমতি ছিল না। প্রত্যেকদিন কম বেশি ১৫০ টাকা ঔষধ বাবদ খরচ হতো। যার দ্বারা কিছু সময় স্বস্তি বোধ করতাম। কিন্তু আমি চিরস্থায়ী স্বস্তি পায়নি। সব সময় ঐ চিন্তায় ডুবে থাকতাম যে, এই রোগ থেকে কিভাবে আরোগ্য লাভ হবে।

www.dawateislami.net

আমার সৌভাগ্য যে, একবার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসুলের সাথে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন হলো। মাদানী কাফেলার বরকতে যেমনিভাবে আমরা দিন রাত **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদতে অতিবাহিত হলো। আমরাও অন্যান্য বরকত ও অর্জন হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই তিন দিন আমার ইনজেকশনের প্রয়োজন হয়নি। কোন ডাক্তারের কাছে যেতে হয়নি। বরং মাদানী কাফেলা এমন প্রশান্তি পেলাম, যা এর আগে কখনো পায়নি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলার বরকতে আমার ১৯ বছরের পুরনো রোগ প্রকাশ্য ভাবে কমে আসল। এখন আমি নিয়্যাত করে নিয়েছি اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রতিমাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পাগল, বাচ্চা এবং নেশাগ্রস্থ ব্যক্তি মসজিদে আসাও মসজিদে পাওয়া যাওয়ার মত মন্দ বিষয়। এদের দ্বারাও মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয়। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্টাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ফরমানে সুন্নাত প্রথম খন্ড ১২২০ পৃষ্ঠার লিখেন: এমন বাচ্চা যে নাপাকী অর্থাৎ প্রস্রব ইত্যাদি করে দেওয়ার ভয় রয়েছে, এবং পাগল কে মসজিদের ভিতর নিয়ে যাওয়া হারাম, যদি নাপাকীর ভয় না হয় তবে মাকরুহ। (রুদ্দুল মুহতার ২/৫১৮) ১২২১ পৃষ্ঠায় বর্ননা করেন: বাচ্চা বা পাগল বা বেহুশ বা যা যার উপরর জ্বিন ভর করেছে তাকে ফুক দেওয়ার জন্য ও মসজিদে নিয়ে যাওয়ার শরীয়তে অনুমতী নেই। ছোট বাচ্চাকে ভালভাবে কাপড়ে জড়িয়ে বরং প্যাকিং করেও আনা যাবে না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদের সম্মানের ব্যাপারে ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ১২০২ থেকে ১২০৭ এ বর্ণিত মাদানী ফুল সমূহ থেকে কিছু মাদানী ফুল গ্রহন করে নিজের অন্তরের পুস্পধারা সাজিয়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকত নসীব হবে। যেমন-

www.dawateislami.net

(১) মসজিদের ভিতর কোন ধরনের আবর্জনা কখনো ফেলবেন না। সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জয়বুল কুলুব এ বর্ননা করেন: মসজিদের মধ্যে সামান্য পরিমান খড় যেনো ফেলা না হয়, তবে এর দ্বারা মসজিদের এই পরিমান কষ্ট হয়। যেমণিভাবে মানুষের চোখে সামান্য পরিমান ময়লা পড়লে কষ্ট হয়। (জযবুল কুলুব, ২২ পৃষ্ঠা)

(২) মসজিদের দেওয়ালে, এর কার্পেট, চাটাই, বা বারান্দার উপওে, অথবা এর নিচে থুথু ফেলা, নাক সাফ করা, নাকে, বা কান থেকে ময়লা বের করা, লাগানো। মসজিদের কার্পেট বা চাটাই থেকে সুতা বা খড় ইত্যাদি ছিড়ে ফেলা নিষেধ।

(৩) প্রয়োজনের অনুসারে মসজিদের ভিতর নিজের রুমাল ইত্যাদি দ্বারা নাক পরিস্কার করাতে কোন ক্ষতি নেই।

(৪) মসজিদের ঝাড়ু দেওয়ার ফলে যে ময়লা আবর্জনা বের হয় তা এমন জায়গায় ফেলবেন না যেখানে বে আদবী হয়।

(৫) জুতা খুলে মসজিদে সাথে নিয়ে যাওয়া উচিত, তবে ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি বাইরে ঝেড়ে ফেলুন, পায়ের তলার মধ্যে ধূলির কনাও লেগে থাকে, তবে তা রুমাল ইত্যাদি দিয়ে মুছে মসজিদে প্রবেশ করুণ। মসজিদেও মধ্যে ধুলির কোন কণাও যেন পড়তে না পারে

(৬) মসজিদের অযু খানার অযু করার পরে, পা অযু খানার ভালভাবে শুকিয়ে নিন, ভিজা পা নিয়ে চললে মসজিদে কার্পেটে দূর্গন্ধ ও ময়লা আবর্জনার বিশ্রি হয়ে যায়।

(৭) মসজিদেও এক দরজার থেকে অন্য দরজায়ে প্রবেশের সময় উদাহারণস্বরূপ- বারান্দার প্রবেশ করলে তখনো আবার বারান্দা থেকে ভিতরের অংশে প্রবেশ করলে, যখনি প্রবেশ করবে ডান পা অগ্রসর করবে, এমনকি যদি কাতার দাড়িয়ে যায়, তখনো ডান পা রাখবে এবং যখন সেখান থেকে সরে যাবে তখনো ডান পা মসজিদেও কার্পেটে রাখবে। অর্থাৎ আসা যাওয়া এবং প্রত্যেক সারি বদ্ধ কাতারে ও প্রথমে ডান পা রাখবে বা খতিব যখন মিম্বরে যাওয়ার ইচ্ছা করতে প্রথমে ডান পা রাখবে আর যখন নামবে তখন ডান পা দিয়েই নামবে।

www.dawateislami.net

(৮) মসজিদে যদি হাঁচি আসে, তখন চেষ্টা করবে ছোট আওয়াজে বের করার। ঐ ধরণের হাঁচি **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদেও মধ্যে উচ্চ আওয়াজে দেয়া অপছন্দ করতেন। এমনি ভাবে ঢেকুর কে নিয়ন্ত্রন করা উচিত, আর যদি না হয় তবে যতটুকু সম্ভব আওয়াজকে চেপে রাখবে যদি ও অন্য মসজিদে হয়! বিশেষ করে মসলীশে বা কোন বুযুর্গের সামনে অভদ্রতামী। হাদীসে পাকের মধ্যে রয়েছে, ঐক ব্যক্তি **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ঢেকুর তুললো, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমাদের থেকে তোমার ঢেকুর দূরে রাখ যে, দুনিয়ার মধ্যে যে বেশি পর্যন্ত পেট ভতি করে সে কিয়ামতের দিন বেশি সময় পর্যন্ত ক্ষুধার্থ থাকবে।" (শরহুস সুন্নাহ, ৭ম খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা, হাদিস ৩৯৪৪) এবং হায় এর মধ্যে আওয়াজ কখনো বের না করা উচিত। যদিও মসজিদের বাইরে একাকী ও হয়, কেননা এটা শয়তানে অট্টহাঁসি, হায় যখনি আসে যতুটুক সম্ভব মুখ বন্ধ রাখুন, মুখ খুললে শয়তান মুখের মধ্যে থুথু দেয়। যদি এই ভাবে বন্ধ না হয়, তবে উপরের দাত দ্বারা নিজের ঠোট চেপে ধরুন। আর এই ভাবেও যদি বন্ধ না হয় তবে যতুটুকু সম্ভব মুখ কম খুলবেন, এবং বাম হাত উল্টো করে মুখের উপর রাখবেন। কেননা, তা শয়তানের পক্ষে থেকে হয়, আর আম্বীয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর থেকে সুরক্ষিত, এই জন্য যখন চলে আসে তো এটা ধারণা করুণ যে, আম্বীয়ায়ে কিরামগণে عَلَيْهِمُ السَّلَام তো হাই আসত না। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাড়াতাড়ী বন্ধ হয়ে যাবে।

(৯) কৌতুক এমনিতেই নিষেধ এবং মসজিদে কঠোর ভাবে না জায়িয।

(১০) মসজিদের মধ্যে বায়ু বের করা নিষেধ।

(১১) কিবলার দিকে পা প্রসারিত করা সব জায়গায় নিষেধ। মসজিদের কোন দিকে পা প্রসারিত করবে না, কেননা এটা দরবারের আদবের বিপরীত, হযরত সিররী সখতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মসজিদে একাকী বসা ছিলেন। পা প্রসারিত করলেন, মসজিদের কোনা থেকে হঠাৎ আওয়াজ আসল, সিররী! বাদশার দরবারে কি এই ভাবে বসে ? সাথে সাথে তিনি পা গুটিয়ে নিলেন। আর ঐ গুটানো পা ইন্তেকালের পরেই প্রসারিত করলেন। (সবয়ে সানাবিল, ১৩১ পৃষ্ঠা)

(১২) ব্যবহৃত জুতা মসজিদে পরিধান করে যাওয়া বেয়াবী।

www.dawateislami.net

ইলাহী করম বহরে শাহে আরব হো,
হামে মসজিদো কা মুয়াচ্ছর আদব হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃত পক্ষে মসজিদের আদবের ব্যাপারটি খুবই নাজুক, এই জন্য খুব সর্তক থাকা উচিত, কেননা যেনো এমন না হয় যে, একটু অসতর্ক হওয়ার কারণে আমরা মসজিদের হক নষ্ট করে বসি। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মসজিদের আদবের প্রতি খুব দৃষ্টি রাখেন এক ইসলামের ভাইয়ের বর্ণনা যে, একবার শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মসজিদে প্রবেশের পূর্বে জুতা খুললেন, উভয় পা কাপড় দ্বারা পরিষ্কার করলেন তারপর মসজিদে প্রবেশ করলেন। মাদানী মুযাকারার এর কারণ বর্ণণা করে বলেন: মসজিদে প্রবেশ করার সময় কাপড় দ্বারা নিজের পা পরিষ্কার করে নিই, যাতে মাটির কণাও মসজিদে বলে না যায়, আরো বলেন: আমি সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়াতে দাড়ি ও ভ্রু তে ও তেল লাগিয়ে, কিন্তু তা খুব ভালভাবে পরিষ্কার করে নিয়, যাতে ঐ তৈলের চার্বিতে মসজিদ মলিণ হয়ে না যায়। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বেশীর ভাগ পকেটে পলিথিন রাখতেন। এবং মসজিদের কার্পেটে পড়ে থাকা চুল খড়খুটা ইত্যাদি উঠিয়ে সেখানে রেখে দিতেন এবং কখনো কখনো অধিক কপার রাখতেন। যে গুলো অন্যান্য ইসলামী ভাই কে উৎসাহিত করে উপহার দিতেন, আর এমনি ভাবে মসজিদে থেকে খড়খুটা ইত্যাদি উঠানোর মন মানষিকতা তৈরী করতেন। মসজিদের আদবের ব্যাপারে আরো জানার জন্য শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "মসজিদ সুবাসিত রাখুন" মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে নিজে ও পড়ুন এবং অন্য ইসলামী ভাইয়কে সামর্থ্য অনুযায়ী উপহার দিন। **দা'ওয়াত ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** এর দ্বারা ও ঐ রিসালাটি পাঠ করতে পারবেন। ডাউন লোড ও করতে পারবেন এবং প্রিন্ট আউট ও করতে পারবেন।

www.dawateislami.net

মজলিশে খোদ্দামুল মাসাজিদের পরিচিতিঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদের গুরুত আদব ও সম্মান অন্তরে বসানোর জন্য, জামাআত সহকারে নামায আদায় করার অভ্যাস গড়ুন। সুন্নাতের উপর আমল উৎসাহ উদ্দীপনা নিতে নেকীর দাওয়াত ব্যাপক প্রসার করতে, মাদানী কাফেলার সফর করতে, মাদানী ইনআমতের উপর আমল করতে এবং অন্য উৎসাহ দেওয়ার মন মানষিকতা নেতে এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মহলে সম্পৃক্ত হয়ে যান, এবং দীনের কাজের উন্নতির জন্য যতটুকু সম্ভব **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহযোগীতা করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী** اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ প্রায় ১০০টি বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে। সে গুলোর মধ্যে থেকে একটা বিভাগ হলো খোদ্দামুল মাসাজিদ, এই বিভাগের প্রতিষ্ঠার কারণ, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর স্বর্প্নের পূণতা করণ যে, হায় যদি আমাদের মসজিদ আবাদ হয়ে যেতো, তার সৌন্দর্য তা ফিরে আসতো, এবং নফস ও শয়তান কারণে মাখলুক যারা তার স্রষ্টার থেকে দূরে সরে গেছে, নিকটবর্তী হয়ে যেতে, মজলিশে খোদ্দামুল মাসাজিদ পুরনো মসজিদ আবাদ করার চেষ্টার পাশাপাশি নতুন মসজিদ নির্মাণের ইত্যাদি ধারাবাহিকতা কোন না কোন ভাবে অব্যাহত থাকে। যে সব এলাকা বা মহলের মধ্যে মসজিদের যিম্মাদাররা সে সব এলাকা বা শহরে মধ্যে মসজিদের প্রয়োজন , সেখানে মজলিশে খোদ্দামুল মাসাজিদের যিম্মাদাররা সে সব এলাকা কাবিনা মুশাওয়ারাতের নিগরানের মাধ্যমে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে শরয়ী দিক নিদের্শন নিয়ে জায়গা **(Plot)** সংগ্রহের চেষ্টা এবং সুন্দর ভাবে নির্মানের ব্যবস্থা করেন।

বয়ানের সারাংশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আজকের বয়ানের মধ্যে আমরা মসজিদকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ও তার আদব ও সম্মান করার ব্যাপারে পূবর্বতী বুযুর্গদের ঘটনা শুনলাম;

- আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও ইমান আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মসজিদের প্রতি অসাধারণ আদব ও সম্মানের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনলাম।

www.dawateislami.net

- মসজিদ পরিস্কার উপর মদীনা শরীফের মহিলার কেমন পুরষ্কার পেলেন, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা কবরে উপস্থীত হয়ে তার জানাযার নামায আদায় করালেন।
- ব্যক্তি ব্যাপারে হাদীস শরীফে ইরশাদ করা হয়েছে, তার ঈমানের স্বাক্ষ্য দাও।
- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভিন্ন মাদানী কাজের মাধ্যমে মসজিদ সমূহ আবাদ চেষ্টা করা হয়।
- মসজিদে অনর্থক কথা বলা, হাঁসি ঠাট্টা করা, চিৎকার চেচামেচি করা, দূর্গন্ধ যুক্ত জিনিস নিয়ে আসা, শরীর বা মুখ দূর্গন্ধ সহ আসা। মোবাইল ফোনের রিং, মিউজিক্যাল টিউন বাজানো এবং ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি সব কাজ নিষেধ। এবং মসজিদের আদবের বিপরীত।
- যদি অতীতে আমাদের মধ্যে এরুপ ভুল হয়ে থাকে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে লজ্জিত হয়ে তাওবা করি এবং আগামীতে ঐ সব মন্দ থেকে বাচার চেষ্টা ও করব। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের সামনে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কথাবার্তা বলার ৮টি মাদানী ফুল

(১) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে চুপ রইল সে মুক্তি পেল।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫০৯) (২) মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন, (২) মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব অর্জনের সাথে সাথে উভয়ের নিকট আপনি সম্মানিত হবেন, (৩) চিৎকার করে কথাবার্তা বলা যেমন আজকাল বন্ধু মহলে হয়ে থাকে এটা সুন্নাত নয়, (৪) চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি জনাব করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন আপনার চরিত্রও উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে, (৫) কথাবার্তা কালীন পর্দার স্থানে হাত লাগানো, থুথু ফেলতে থাকা, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অন্যজনের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ, ভাল অভ্যাস নয়। এগুলোর মাধ্যমে অন্যান্যদের ঘৃণার সৃষ্টি হয়, (৬) যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করা সুন্নাত নয়, (৭) কথাবার্তা বলা অবস্থায় বরং সর্বাবস্থায় অট্টহাসি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেননা, **রহমতে আলম, শাহে বণী আদম, রাসূরে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই অট্টহাসি দেননি, (৮) বেশি কথা বললে এবং বারবার অট্টহাসি দিলে প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়।

বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দুটি কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো,
হোঁগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net